সূরা আল্ মূল্ক-৬৭

(হিরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরা থেকে কুরআনের সমাপ্তি পর্যন্ত একশ্রেণীর সূরা রয়েছে যেগুলো হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। একটি মাত্র সূরা 'সূরা নস্‌র' যা মহানবী(সাঃ) এর মদীনার জীবনের শেষাংশে বিদায় হজ্জের সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তা এই শ্রেণীর মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম। কুরআনের সবটাই আল্লাহ্‌র বাণী। কুরআন বিষয়বস্তু চয়ন, প্রকাশভঙ্গী, শব্দ চয়ন ও রচনাশৈলীর দিক থেকে এমনি এক অনন্য গ্রন্থ যার অনুরূপ রচনা করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়ত জীবনের প্রথম দিকে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মাহাত্ম-মহিমা, গৌরব-গরিমা ও উচ্চ মর্যাদা সূরাগুলোকে এতই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে যে এর তুলনা হয় না। ছন্দের অপূর্ব ব্যঞ্জনা, সুরের অনিন্দ্য মুর্ছনা মক্কী সূরাগুলোকে এতই হৃদয়গ্রাহী করে রেখেছে যে তা মানুষের পক্ষে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এই সূরাগুলোতে সাধারণত ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মোপদেশ, ইসলামের অপ্রতিরোধ্য উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী, ওহী-ইলহাম, কেয়ামত, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ইত্যাদি অতি গুরু-গম্ভীর বিষয়াদির আলোচনা রয়েছে। এ কারণেই অবোধ্য রহস্যাবলী ও অজ্ঞাত আধ্যাত্মিক মার্গসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জানা-জগতের আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং উপমা ও অলংকারের ভাষা প্রয়োগ করতে হয়েছে। বর্তমান সূরাটি মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে- নবুওয়তের ৮ম বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিষয়বস্তু

উপরে বলা হয়েছে, মক্কী সূরাগুলো প্রধানত বিশ্বাস-সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণনা করেছে। এই সূরাটি স্বভাবতই আল্লাহ্‌র সৃজন ও প্রতিপালন, কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব ও সর্বশক্তিমানতা বর্ণনা করে আরম্ভ হয়েছে। এইসব ঐশী গুণাবলীর প্রমাণস্বরূপ জীবন-মৃত্যু ও বিশ্বের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু ও বড় থেকে বড় গ্রহ-নক্ষত্রের সর্বাংশে যে আশ্চর্যজনক ও অভ্রান্ত পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা বিরাজমান রয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও মহাবিশ্বের সুশৃংখল চলমানতা প্রমাণ করে যে আল্লাহ্ আছেন এবং তিনিই মানুষকে পবিত্র উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে স্বীয় গন্তব্যে ও লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে। কিন্তু মানুষ স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতা ও অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্‌র বাণীকে বার বারই প্রত্যাখান করে স্রষ্টার কোপানলে পতিত হয়েছে। সূরাটি আল্লাহ্ তাআলার অগণিত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করে বলছে, এই দানগুলো ছাড়া মানুষ এক মুহূর্তও বাঁচতে পারতো না এবং ইংগিতে এও বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এই স্বতঃপ্রবৃত্ত ও অনন্ত দানগুলোর সঠিক ব্যবহার দ্বারাই কোন মানুষ স্বীয় মানব-জন্মকেও সফল করতে পারে।' সূরাটি এই উপদেশ দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে, প্রাকৃতিক জীবন পানি ছাড়া যেমন বাঁচতে পারে না, আধ্যাত্মিক জীবনও তেমনি ঐশী-বাণী(ওহী-ইলহাম) রূপ পানি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না।

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ اِحْدٰى وَثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّرُكُوْعَانِ

সূরা আল্ মুল্ক-৬৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩১ আয়াত এবং ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

২। [খ]পরম কল্যাণের অধিকারী তিনিই সাব্যস্ত হলেন যাঁর হাতে রয়েছে সব আধিপত্য। আর তিনিই সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ③

৩। তিনিই মৃত্যু[৩০৭৯] ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন [গ]তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, তোমাদের মাঝে কর্মের দিক থেকে কে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) অতি ক্ষমাশীল।

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ④

৪। [ঘ]তিনিই সাত আকাশ স্তরে স্তরে[৩০৭৯-ক] সৃষ্টি করেছেন। তুমি রহমান (আল্লাহ্‌র) সৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। এরপর আবার চেয়ে দেখ, তুমি কি কোন খুঁত দেখতে পাও?★

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ⑤

★৫। হ্যাঁ, তুমি বার বার চেয়ে দেখ। তোমার দৃষ্টি (কেবল) ব্যর্থ ও ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে[৩০৮০]।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ২৫ঃ২-৩ গ. ৫ঃ৪৯; ৩১ঃ৮; ১৮ঃ৮ ঘ. ৬৫ঃ১৩; ৬৭ঃ৪; ৭১ঃ১৬।

৩০৭৯। সারা প্রকৃতি ব্যাপি জীবন ও মৃত্যুর নিয়ম ক্রিয়াশীল রয়েছে। প্রতেকটি প্রাণী জরা ও মৃত্যুর অধীন। এই আয়াতে এবং ২ঃ২৯ ও ৫৩ঃ৪৫ আয়াতে 'মৃত্যুর' কথা 'জীবন' শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ মনে হয় এই যে মৃতাবস্থা বা অনস্তিত্বই জীবনের পূর্বাবস্থা। আরেক কারণ এও হতে পারে, জীবন থেকে মৃত্যু অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা মৃত্যু মানুষকে অনন্ত জীবনের পথে নিয়ে যায় ও সীমাহীন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সুগম করে দেয়। আর এই পার্থিব জীবন পান্থশালায় সাময়িক বিশ্রামের মত। কবরের ওপারে যে অনন্ত চিরস্থায়ী জীবন সেই অনন্ত জীবনের জন্য এখানে, এই মর-জগতে, প্রস্তুতি নিতে হয় মাত্র।

৩০৭৯-ক। 'তিবাক' ও 'তাবাক' এবং বহুবচন 'আৎবাক' সমার্থক। আরবীতে বলা হয় ' এই বস্তুটা ঐ বস্তুর তাবাক বা তিবাক' অর্থাৎ এই জিনিষটা পরিমাপে, আকারে ও গুণে ঐ জিনিষের সমান বা অনুরূপ। তিবাকের অন্য অর্থ মঞ্চ বা তাক (লেইন)। কোন বস্তুর উপর অনুরূপ বস্তু রাখা (মুফরাদাত)।

★[এ আয়াতে মানুষকে এই চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে, তারা যত ইচ্ছা গভীর মনোযোগের সাথে গোটা বিশ্বজগৎ পর্যবেক্ষণ করে দেখুক, এরপর তাদের কাছে এটাই প্রতীয়মান হবে, এ বিশ্বজগৎ কেবল একজন মাত্র স্রষ্টারই সৃষ্টি বলে এতে কোন অসঙ্গতি নেই। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৮০। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সত্যই বিস্ময়কর। এই যে সৌরমণ্ডল, যার এক কোণে আমাদের পৃথিবী পড়ে আছে, তা কতই না বিশাল, কতই না বৈচিত্রময় ও শৃঙ্খলাপূর্ণ! এইরূপ কোটি কোটি সৌরমণ্ডল মহাবিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে, যার এক একটি আমাদের সৌর-মণ্ডল থেকে বহুগুণ বড়। এইরূপ অগণিত সূর্য-গ্রহ-তারকা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় এমন শ্রেণীবদ্ধ ও সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে যে এর মিল, ঐক্য ও সৌন্দর্য মানুষের মনকে একেবারে বিমোহিত করে দেয়। যে সারিবদ্ধতা ও শৃঙ্খলা খালি চোখেই মানুষ দেখতে পায়, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেখলে তা যখন শত শত গুণ বর্ধিত আকারে দৃষ্টিগোচর হয় তখন অবাক বিস্ময়ে মানুষের মন অভিভূত হয়ে পড়ে।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝

৬। আর নিশ্চয় [ক].আমরা নিকটের আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি। আর [খ]আমরা এগুলোকে শয়তান তাড়াবার মাধ্যম করেছি। আর আমরা তাদের জন্য লেলিহান আগুনের আযাব প্রস্তুত করেছি।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৭। আর যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর তা অতি মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝

৮। তাদের যখন সেখানে নিক্ষেপ করা হবে [গ]তখন তারা এর গর্জন শুনবে এবং তা উথলাতে থাকবে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝

৯। এটি ক্রোধে ফেটে পড়বার উপক্রম হবে। এতে [ঘ]যখনই কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে এর প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?'

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝

১০। তারা বলবে, "কেন নয়? আমাদের কাছে অবশ্যই সতর্ককারী এসেছিল। কিন্তু আমরা (তাকে) মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আর আমরা বলেছিলাম, 'আল্লাহ্ কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল এক চরম বিপথগামিতায় (পড়ে) আছ।"

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

১১। আর তারা (আরো) বলবে, 'আমরা যদি (মন দিয়ে) শুনতাম বা বিবেকবুদ্ধি খাটাতাম[৩০৮০-ক] তাহলে আমরা আগুনের অধিবাসী হতাম না।'

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

★ ১২। অতএব তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করে নিবে। তথাপি আগুনের অধিবাসীদের জন্য অভিসম্পাত।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

★ ১৩। [ঙ]নিশ্চয় যারা তাদের অদৃশ্য প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

১৪। [চ]আর তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর বা তা প্রকাশ কর, (জেনে রেখো) নিশ্চয় তিনি অন্তরের সব কথা পুরোপুরি জানেন।

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ১৭; ,৩৭ঃ৭; ৪১ঃ৩১; ৫০ঃ৭ খ. ১৫ঃ১৮; ৩৭ঃ১১ গ. ১১ঃ১০৭; ২১ঃ১০১;২৫ঃ১৩ ঘ. ৩৯ঃ৭২; ৪০ঃ৫১ ঙ. ২১ঃ৫০; ৫৫ঃ৪৭; ৭৯ঃ৪১-৪৩ চ. ২ঃ৭৮; ৬ঃ৪; ১১ঃ৬; ২০ঃ৮।

৩০৮০-ক। আহা, আমরা যদি শরীয়তের বা বিবেকের আহ্বানে সাড়া দিতাম!

১৫। যিনি (তোমাদের) সৃষ্টি করেছেন তিনি কি (তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) জানেন না? অথচ তিনিই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়ও জানেন (এবং তিনি) সদা অবহিত।

১ [১৫] ১

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

১৬। তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এর রাস্তাঘাটে চলাচল কর[৩০৮১] এবং তাঁর (দেয়া) রিয্ক থেকে খাও। আর তাঁর দিকেই (তোমাদের জীবিত করে) উঠানো হবে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

১৭। আকাশে অবস্থানকারী সত্তা যে তোমাদের মাটিতে পুঁতে দিতে পারেন তোমরা কি (তাঁর এ শাস্তি থেকে) নিরাপদ হয়ে গেছ[৩০৮২]? তা (অর্থাৎ পৃথিবী) তখন কাঁপতে থাকবে।

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

১৮। অথবা আকাশে অবস্থানকারী সত্তা যে তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা প্রবাহিত করতে পারেন তোমরা কি (তাঁর এ শাস্তি থেকে) নিরাপদ হয়ে গেছ? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কীকরণ!

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

১৯। আর তাদের পূর্ববর্তীরাও অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করেছিল। তখন কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾

২০। [ক]তারা কি তাদের ওপরে (অর্থাৎ বায়ুমন্ডলে) পাখিদের ডানা মেলতে ও গুটাতে দেখে না[৩০৮৩]? রহমান (আল্লাহ্) ছাড়া কেউ এদের ধরে রাখতে পারে না।★ নিশ্চয় তিনি সব কিছু পুরোপুরি দেখেন।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

২১। অথবা যাদেরকে তোমাদের সৈন্যদল বলা হয় তারা কি রহমান (আল্লাহ্র) বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? কাফিররা শুধু এক চরম ধোঁকায় পড়ে আছে।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৮০।

৩০৮১। কুরআনের কয়েকটি স্থানেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ নিজের আবাসভূমি ত্যাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিমান বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং অনেক কিছু শেখা যায়।

৩০৮২। যেহেতু কুরআনে শাস্তির আগমনকে 'আকাশ থেকে অবতরণ' বলে বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্কেও আকাশে অবস্থানকারীরূপে বর্ণিত হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ্তো এখানে, সেখানে, সবখানে ও সর্বত্র বিরাজিত।

৩০৮৩। অবিশ্বাসীরা যদি সত্যের বিরোধিতা করতেই থাকে তাহলে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পের দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করা হবে, বিশেষ করে যুদ্ধ দ্বারা। আর আকাশের পাখিগুলো তাদের মৃতদেহগুলো উৎসবমুখর হয়ে ভক্ষণ করবে (১৬ঃ৮০)। (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী ১৮৮০ টীকা দ্রষ্টব্য)।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২। [ক]অথবা তিনি তাঁর (পক্ষ থেকে) রিয্ক বন্ধ করে দিলে কে আছে যে তোমাদেরকে রিয্ক দিবে?[৩০৮৪] বরং এরা অবাধ্যতা ও ঘৃণা করার ক্ষেত্রে এগিয়েই চলেছে।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢٢﴾

২৩। অতএব যে নিজের অজ্ঞতায় এবং হতভম্বতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়[৩০৮৫] সে কি বেশি হেদায়াতপ্রাপ্ত নাকি সে, যে সরলসুদৃঢ় পথে সোজা হয়ে চলে?

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٣﴾

২৪। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং [খ]তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় বানিয়েছেন। (কিন্তু) তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।'

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। তুমি বল, [গ]'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের একত্র করা হবে।'

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। [ঘ]আর তারা জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল), এ প্রতিশ্রুতি কখন (পূর্ণ) হবে?'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৭। তুমি বল, 'এর পরিপূর্ণ জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। আর [ঙ]আমি তো কেবল সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٧﴾

২৮। এরপর তারা যখন এ (প্রতিশ্রুত আযাব) নিকটে দেখতে পাবে তখন অস্বীকারকারীদের চেহারা বিকৃত হয়ে পড়বে[৩০৮৬] এবং বলা হবে, 'এটা তা-ই যা তোমরা চাইতে।'

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٨﴾

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৮০ খ. ১০ঃ৩২; ৩৪ঃ২৫ গ. ১৬ঃ৭৯; ২৩ঃ৭৯ ঘ. ২১ঃ৩৯; ৩৪ঃ৩০; ৩৬ঃ৪৯ ঙ. ২২ঃ৫০; ২৬ঃ১১৬; ২৯ঃ৫১।

★[পাখিদের আকাশে উড়া এবং বায়ুমন্ডলে এদেরকে নিয়ন্ত্রিত রাখার ক্ষেত্রে এ আয়াত গভীর তাৎপর্য বহন করে। পাখিদের দৈহিক গঠন এমন পদ্ধতিতে করা হয়েছে যাতে এরা বায়ুমন্ডলে উড়তে পারে। এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কোন কোন শিকারী পাখির বাতাসে উড়ার গতি প্রতি ঘন্টায় ২০০ মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর এদের দৈহিক গঠন এরূপ যে এই গতি এদের কোন ক্ষতি করে না। কেননা এদের ঠোঁট ও মাথায় বায়ু ঘর্ষণের ফলে বায়ু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই তীব্র গতিতেই উড়ন্ত অবস্থায় এরা জীবজন্তু শিকারও করে থাকে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৮৪। এই কথটি মক্কার দুর্ভিক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে। মক্কায় কয়েক বৎসর ধরে এমন দুর্ভিক্ষ চলেছিল যে মক্কার লোকেরা মহানবী(সাঃ) এর কাছে তাদের এই বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনার আবেদন করেছিল। ২৬৯৪ টীকাও দেখুন।

৩০৮৫। কাফিররা অবনত মস্তকে ভ্রান্ত পথে বিচরণ করে শির্ক, সংশয় ও অবিশ্বাসের অন্ধগলিতে পা বাড়ায়। আর মু'মিনরা ঈমানের দৃঢ়তা বুকে নিয়ে মাথা উঁচু করে সোজা-সরল ও সত্য পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে। এই দু' দল কি সমান হতে পারে?

৩০৮৬। কাফিরদের বৈশিষ্ট্য এটাই যে যতক্ষণ শাস্তি এসে তাদেরকে ঘিরে না ফেলে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অহঙ্কারে মত্ত থেকে মু'মিনদের প্রতি বিদ্রূপ ও হাসি-ঠাট্টা করতে থাকে। কিন্তু যখন তারা শাস্তির মুখো-মুখি হয় তখন তারা হতাশাগ্রস্ত, কিংকর্তব্য বিমূঢ় ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হা-হুতাশ ছাড়া তখন তাদের আর কিছুই করার থাকে না।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٩﴾

২৯। তুমি বল, 'আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সাথীদের ধ্বংস করে দিলে অথবা আমাদের প্রতি কৃপা করলে তোমরা বল তো দেখি, যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে অস্বীকারকারীদের কে নিরাপত্তা দিবে?

قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

৩০। তুমি বল, 'তিনিই রহমান[৩০৮৭] যাঁর প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর আমরা ভরসা রাখি। আর তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে রয়েছে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍۭ ﴿٣١﴾

★৩১। তুমি বল, 'তোমাদের (সব) পানি অনেক গভীরে নেমে গেলে তোমরা বলতো দেখি, কে তোমাদের জন্য (স্বচ্ছ) বহমান পানি এনে দিবে[৩০৮৮]?'

২ [১৬] ২

৩০৮৭। আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'আর-রহমান' (স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্ত দাতা) এই সূরাটিতে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য বহু স্থানে এই ঐশী নামটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ হলো, এই সূরাটিতে বর্ণিত সকল আশীস ও অনুগ্রহরাজি, তা পার্থিবই হোক বা আধ্যাত্মিক উন্নতিই হোক, সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার রহ্‌মানিয়ত বা স্বতঃপ্রবৃত্ত অনন্ত দয়ারই দান, মানুষের চেষ্টার্জিত নয়।

৩০৮৮। জীবন, পার্থিব(দৈহিক) জীবনই হউক আর অপার্থিব (আধ্যাত্মিক) জীবনই হোক, পানির উপর নির্ভরশলীল। দৈহিক জীবন বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করে বাঁচে, আর আধ্যাত্মিক জীবন বাঁচে ওহী-ইলহাম রূপ পানির উপরে।